सत्यमेव जयते

# পশ্চিমবঙ্গের
# পূর্ত, পূর্ত (সড়ক) ও পূর্ত (নির্মাণ পর্ষদ) বিভাগের
# ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব উপস্থাপন প্রসঙ্গে বিবৃতি

## অভিযাচন নং ২৫

**সুব্রত বক্সী**

*ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী*

**সুব্রত সাহা**

*রাষ্ট্রমন্ত্রী*

(২০১১-২০১২)

আগস্ট ২০১১

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

মাননীয় রাজ্যপালের সুপারিশক্রমে আমি ২০১১-২০১২ সালের ২৫ নং দাবি খাতে ২৪১৮,০৪,৪০,০০০ (দুই হাজার চারশত আঠারো কোটি চার লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা বরাদ্দের উত্থাপন করছি। এই দাবির মধ্যে ২০১১-২০১২ সালের ভোট অন এ্যাকাউন্ট খাতে ব্যয়বরাদ্দ অন্তর্ভুক্ত আছে।

ক) পূর্ত দপ্তরের প্রধান খাতগুলি হল ঃ

২০৫২ — সচিবালয় সাধারণ সেবা
২০৫৯ — পূর্ত
২২০৫ — কলা ও সংস্কৃতি
২২১৬ — আবাসন
২২৫০ — অন্যান্য সামাজিক সেবা
২৫৫১ — পার্বত্য এলাকা
৩০৫৪ — সড়ক এবং সেতু
৩৪৫১ — সচিবালয় অর্থনৈতিক সেবা
৪০৫৯ — মূলধনী অনুদান পূর্ত
৫০৫৪ — মূলধনী অনুদান — সড়ক এবং সেতু

খ) মা-মাটি-মানুষের আশীর্বাদে পশ্চিমবাংলায় যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে কবিগুরুর সার্ধশতজন্মবর্ষ পূর্তিতে কবির ভাষায় বলি — ‘নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়/খুলে যাবে এই দ্বার’। আমরা একত্রিত — লড়াই করব। বাঁচব, বাঁচাবই ও গড়বই নতুন বাংলা। পূর্ত দপ্তরের ৩৪ বছরের ব্যবস্থা

— আধুনিক বাংলা, প্রগতি ও গতিময় বাংলা গড়ার কাজকে শুধু পিছিয়ে দেয়নি, উন্নয়নের গতিকে স্তব্ধ করে দিয়ে বাংলাকে আজ হতাশ রাজ্যে পরিণত করেছে। বাংলার মানুষ আমাদের আশীর্বাদ করেছেন, পাশে আছেন, আমরাও অঙ্গিকারবদ্ধ, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জীকে সামনে রেখে বাংলায় কাজের গতি আনব, উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করব।

২। মাননীয় সদস্যগণ অবগত আছেন যে সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, মেকানিক্যাল ও আর্কিটেকচারাল শাখার সমন্বয়ে গঠিত পূর্ত, পূর্ত (সড়ক) ও পূর্ত (নির্মাণ পর্ষদ) বিভাগত্রয়ীর লক্ষ্য হল বিভিন্ন সেতু নির্মাণ, বর্তমান সড়কগুলির মানোন্নয়ন ও সরকারী ভবন নির্মাণ সহ যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান করা, যার দ্বারা সমগ্র রাজ্যের অর্থনৈতিক কার্যক্রম বৃদ্ধি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে সম্পদ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য হ্রাস পাবে। পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ বরাদ্দকৃত অর্থের দ্বারা যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য নতুন সেতু নির্মাণ, বর্তমান সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, রেল লেভেল ক্রসিং-এর পরিবর্তে উড়ালসেতু নির্মাণ ও সরকারী ভবন নির্মাণ ও দেখভালের দায়িত্ব প্রতিপালন করে থাকে। পূর্ত বিভাগের অধীনে একটি বৈদ্যুতিক ও একটি স্থাপত্য শাখা আছে। পূর্ত (সড়ক) বিভাগের অধীনে একটি যান্ত্রিক শাখা আছে। পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ উল্লিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক দায়িত্ব প্রতিপালনের পাশাপাশি সামাজিক ক্ষেত্রে আরও কিছু বর্ধিত দায়িত্ব পালন করে থাকে। পূর্ত (নির্মাণ পর্ষদ) বিভাগ মূলতঃ অন্য বিভাগের প্রদেয় অর্থে সেই

বিভাগের ভবন নির্মাণ ও মেরামতির দায়িত্ব পালন করে থাকে। সামগ্রিকভাবে এই বিভাগগুলি রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নে যে কোন দায়িত্ব বহন করতে পারে।

৩। বর্তমান বছরে আমরা একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পঞ্চম তথা শেষ বর্ষে প্রবেশ করেছি। এই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অভিমুখ অনুযায়ী রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে গ্রামীণ ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে জেলা পরিষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির দ্বারাই রাজ্যের অধিক পণ্যের বাজার ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাবে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ২০১১-২০১২ আর্থিক বর্ষের পরিকল্পনা স্থির করা হয়েছে।

৪। পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র প্রান্ত জুড়ে ভৌগোলিকভাবেই পার্বত্য অঞ্চল থেকে শুরু করে সুন্দরবন পর্যন্ত পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগের কার্যকলাপ বিস্তৃত আছে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ দ্বারা ৫৬টি সেতু নির্মাণের কাজ চলছে।

মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় এই কাজ আমরা শেষ করতে পারব।

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের এককালীন আর্থিক সহায়তায় মুর্শিদাবাদ-নদীয়া সীমান্তে রাধানগর ঘাটে জলঙ্গী নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণের কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকারের ‘সীমান্ত এলাকা উন্নয়ন’ কর্মসূচীতে নদীয়া জেলার ফাজিলনগরে জলঙ্গী নদীর উপরে অপর একটি সেতু নির্মাণের কাজ চলছে।

৪.১ পূর্ত বিভাগের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকার ও জে.এন.এন.ইউ. আর.এম.-এর আর্থিক সহায়তায় ডানলপ মোড় থেকে শ্যামবাজার অভিমুখী একটি উড়ালসেতুর কাজ দ্রুতগতিতে চলছে। পূর্ত (সড়ক) বিভাগের পক্ষ থেকে উল্লিখিত যৌথ উদ্যোগে কাজী নজরুল ইসলাম সরণীতে (ভি.আই.পি. রোড) বাগুইআটি সংযোগস্থলে ২ কিমি দৈর্ঘের একটি উড়ালসেতু নির্মাণকাজের প্রস্তুতি চলছে এবং আশা করা যায় দ্রুতই কাজটি শুরু করা হবে।

৫। পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগের অধীনে ‘রাজ্য সড়ক’, ‘মুখ্য জেলা সড়ক’ ও ‘গ্রামীণ সড়ক’ সমন্বয়ে প্রায় ১৫,৪৭৬ কিমি রাস্তা আছে। ঐ সড়কগুলির পর্যায়ক্রমে উন্নতিসাধন সহ প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়ীকরণ করা প্রয়োজন। এই লক্ষ্যেই বর্তমান আর্থিক বছরে প্রায় ৯০০ কিমি সড়কের উন্নতি সাধনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এই কাজের ধারাবাহিকতা রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তার মধ্য দিয়ে সুগম ও গতিময় হবে।

৫.১।পাশাপাশি রাজ্যের জঙ্গলমহল ও পার্বত্য অঞ্চলের সড়কগুলির উন্নতি সাধনের বিভিন্ন ধরনের পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে। অর্থের সংস্থান হলেই প্রকল্পগুলি শুরু করার ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

৬। রাজ্যের পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য মূলতঃ নাবার্ড থেকে ঋণ সহায়তা গ্রহণ করে রাজ্যের প্রতিটি জেলার গুরুত্বপূর্ণ ‘মুখ্য জেলা সড়ক’ ও ‘গ্রামীণ সড়ক’-গুলির প্রশস্তকরণ ও দৃঢ়ীকরণের কাজ সহ কয়েকটি সেতু নির্মাণের কাজ চলছে।

আর.আই.ডি.এফ-১৩ ও ১৪ কর্মসূচীতে গৃহীত সড়ক উন্নয়নের

কাজগুলি প্রায় সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমানে আর.আই.ডি.এফ ১৫ কর্মসূচীতে সড়ক উন্নতিসাধনের কাজ চলছে। আর.আই.ডি.এফ ১৬ কর্মসূচীতে গৃহীত সড়ক উন্নয়নের কিছু কাজ শুরু হয়েছে, বাকিগুলির দরপত্র আহ্বানের কাজ চলছে।

৭। পূর্ত (সড়ক) বিভাগ রেলপথ নিরাপত্তা তহবিল দ্বারা রেলপথ কর্তৃপক্ষ ও রাজ্য সরকারের আর্থিক ভাগাভাগি দ্বারা বিভিন্ন রেলপথের উপর উড়ালপুল/পাতালপথ নির্মাণ করে থাকে। বর্তমানে বাগনান, ব্যারাকপুর, দুর্গাপুর, বারুইপুর, ডানকুনি ও আই.আই.টি খড়গপুর উড়ালপুল নির্মাণের কাজ চলছে।

এছাড়া জঙ্গীপুর (মুর্শিদাবাদ) উড়ালপুল ও যাদবপুর পাতালপথ নির্মাণের কাজ শুরু করা হবে। এ ছাড়াও যোগাযোগ ব্যবস্থাকে বাধাহীন করার জন্য আরও ৩৫টি উড়ালপুল নির্মাণের প্রস্তাব বিবেচনাধীন আছে।

৮। এই প্রসঙ্গে আমি মাননীয় সদস্যগণকে অবহিত করতে চাই যে পরিকাঠামো উন্নয়নের সামগ্রিক বিষয়টি ব্যয়বরাদ্দ সম্পর্কিত। বিগত আর্থিক বছরে পরিকল্পনা ও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতে প্রায় তিনশত কোটিরও বেশি টাকা অনুমোদিত না হওয়ার জন্য চালু প্রকল্পগুলির ধারাবাহিকতা যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, একইসাথে বর্তমান বছরেও সেই সংকটের মধ্য দিয়েই চলতে হচ্ছে। সময়মতো প্রয়োজনীয় অর্থ পেলেই চালু প্রকল্পগুলি সম্পূর্ণ করা যাবে।

৯। পেট্রোলজাত দ্রব্যাদির আদায়ীকৃত সেস-এর একটি অংশ নিয়ে গঠিত তহবিলের সাহায্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রক

দ্বারা অনুমোদিত পূর্বেকার চালু প্রকল্পগুলির মধ্যে ২টি প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। ৫টি প্রকল্পের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে, যার মধ্যে ১টি প্রকল্প সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে। পরবর্তী সময়ে আরও ৫টি প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গিয়েছিল। তার মধ্যে ৩টি প্রকল্পের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে ও বাকি ২টির কাজ অতি শীঘ্র শুরু হবে।

৯.১।ঐ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তির জন্য আরও ৬টি প্রকল্প কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে। ঐগুলি অনুমোদন পাওয়ার জন্য পূর্ত (সড়ক) বিভাগের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারের সড়ক মন্ত্রকের সাথে ধারাবাহিকভাবে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়ে থাকে।

৯.২।কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতল পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রকের থেকে 'আন্তঃরাজ্য যোগাযোগ ব্যবস্থা' কর্মসূচীতে বর্ধমান জেলার সাথে ঝাড়খণ্ড রাজ্যের সংযোগকারী একটি সড়ক প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গেছে। প্রকল্পটির দরপত্র আহ্বানের কাজ চলছে।

১০। ত্রয়োদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগ বর্তমান আর্থিক বছরে রাস্তা ও সেতু মেরামতির জন্য ১৪৭ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। এই বিষয়ে করণীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১১। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে এবং সম্পূর্ণ আর্থিক সহায়তায় এই রাজ্যের পূর্ত (সড়ক) বিভাগ জাতীয় সড়ক নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে থাকে। বর্তমানে এই রাজ্যে জাতীয় সড়কের মোট দৈর্ঘ ২৪৮৬.৮৯ কিমি। এর মধ্যে পূর্ত (সড়ক) বিভাগ ১৩৪৬.২৮ কিমি

এবং এন.এইচ.এ.আই, হুগলী রিভার ব্রীজ কমিশনার্স ও বর্ডার রোডস অর্গনাইজেশন কর্তৃপক্ষ যথাক্রমে ১০৮৪.৮১ কিমি, ৪.২০ কিমি ও ৫১.৬০ কিমি রাস্তার দেখাশোনার দায়িত্ব বহন করে থাকে।

১২। পূর্ত বিভাগ জাতীয় নেতা, বিপ্লবী, সমাজসংস্কারক ও মহান ব্যক্তিবর্গ, যাঁরা সমাজজীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখে গিয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাবার জন্য তাঁদের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে থাকে।

১৩। পূর্ত বিভাগের বিদ্যুৎ শাখার পক্ষ থেকে 'ই-গর্ভন্যান্স' ব্যবস্থা চালু করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পূর্ত, পূর্ত (সড়ক) ও পূর্ত (নির্মাণ পর্ষদ) বিভাগের সমস্ত অধীক্ষক বাস্তুকারদের অফিসের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এখন ঐ অফিসগুলিতে 'ইন্টারনেট' ব্যবস্থা প্রণয়নের কাজ চলছে। আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে ই-প্রোকিওরমেন্ট ব্যবস্থা আংশিকভাবে চালু করার চেষ্টা চলছে।

১৪। পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগের অধীনে জেলাভিত্তিক রাস্তার অবস্থান ও কোন জেলায় কোথায় সড়ক উন্নয়ন বা সেতু নির্মাণের কাজ চলছে তা সর্বসাধারণের অবগতির জন্য খুব শীঘ্রই একটি 'ওয়েবসাইট' খোলার কাজ চলছে।

১৫ পূর্ত ও পূর্ত (সড়ক) বিভাগের প্রকল্পগুলি রূপায়ণের কাজে দ্রুততা ও স্বচ্ছতা আনার জন্য সংস্থা নির্বাচনের কাজ অতি শীঘ্রই 'ইন্টারনেট' ব্যবস্থার মাধ্যমে করা হবে।

১৬। জরুরী ভিত্তিতে রাস্তা মেরামতি করার জন্য পরীক্ষামূলকভাবে একটি 'হট মিক্সড প্ল্যান্ট' স্থাপন করা হবে। এই কাজের উপযোগিতা যাচাই করার জন্য ইতোমধ্যে কলকাতা পুরসভার উদ্যোগটিকে যৌথভাবে পরিদর্শন করা হয়েছে।

১৭। দিল্লীতে অবস্থিত বঙ্গভবনটির তদারকী ব্যবস্থা আরো উন্নত করার জন্য রেসিডেন্ট কমিশনারকে অতিরিক্ত দায়িত্ব দেওয়া হয়ছে। এছাড়া, বঙ্গভবনের বর্তমান ক্যান্টিনটির পরিকাঠামো পরিবর্তন সহ খাদ্য সরবরাহের মানন্নোয়নের চেষ্টা করা হচ্ছে।

১৮। দিল্লীতে ২নং সার্কুলার রোডে নির্মীয়মাণ দ্বিতীয় বঙ্গভবনটির কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার মুখে। আশা করা যায় শারদোৎসবের পূর্বেই ভবনটির উদ্বোধন করা হবে।

১৯। পূর্ত (নির্মাণ পর্যদ) বিভাগ বিভিন্ন সরকারীভবন যেমন — স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, কারা, কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, উচ্চশিক্ষা, সমাজকল্যাণ, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন, উদ্বাস্তু ত্রাণ ও পুনর্বাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি ইত্যাদি বিভাগের ভবনগুলির নির্মাণ, সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণ করে থাকে।

২০। পূর্ত বিভাগের অনেক প্রযুক্তিবিদ্‌কে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগে ও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ডেপুটেশনে পাঠানো হয়েছে। ঐ সকল বিভাগে ও সংস্থায় তাঁরা ন্যস্ত দায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে পালন করছেন।

এই কটি কথা বলে, স্যার, আমি যে দাবি পেশ করেছি তা গ্রহণ করতে সভাকে অনুরোধ জানাচ্ছি।